সামান্য বৃষ্টিতেই হরিণাকুণ্ডু সড়কের বেহালদশা, জনদুর্ভোগ চরমে

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন পাকা সড়কে ইটভাটায় ব্যবহৃত ট্রাক থেকে মাটি পড়ে থাকা মাটি বৃষ্টির পানিতে কাদায় পরিণত হয়ে বেহাল দশায় পরিনত হয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছে মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল চালক ও স্থানীয় পথচারিরা। কাদার কারণে সড়ক দিয়ে যানবাহন তো দূরের কথা, হেঁটেও চলাচল করা দুস্কর হয়ে পড়েছে। যেকোন সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডুর প্রধান সড়কের কোথাও কোথাও, উপজেলার সড়াতলা থেকে মানদীয়া বাজার, আমতলা হয়ে চাদপুর ইউনিয়নের জিন্দার মোড় পর্যন্ত সড়ক কাঁদাপানিতে একাকার। এই কাঁদার কারণে যান চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পথচারীরা খালি পায়েও সড়কে চলাচল করতে পারছে না। বিশেষত দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল চালকেরা। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে তারা মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন। দুরদুরান্তের যাত্রিদের সড়কের পাশে বসবাসকারী ও ব্যবসায়ীদের পড়তে হয়েছে চরম ভোগান্তিতে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ফসলী জমির মাটি কেটে কতিপয় ইটভাটার অবৈধ ট্রাক্টর,লাটাহাম্বা, ট্রলি পাকা রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলের কারনে এই কাঁদার সৃষ্টি হয়েছে। ইটভাটার ট্রাক্টরের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বহন করা মাটি সড়কে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে ধুলায় টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল। এখন বৃষ্টি হওয়াতে পাকা রাস্তাগুলো কাদাময় হয়ে পড়েছে। চলাচলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে বেড়েছে দুর্ভোগ।

রাস্তায় চলাচল করা মটরসাইকেল আরোহী আমর বীন মারুফ জানান, ইটভাটার কাজে নিয়োজিত মাটিবাহী যানবাহন থেকে রাস্তায় পড়ে যাওয়া মাটি রোদের সময় রাস্তায় শুকিয়ে ধুলা আর বর্ষায় কাদা হয়ে থাকে। দেখে বোঝার উপায় থাকে না এটা কার্পেটিং রাস্তা। এতে বছর জুড়েই এই সড়কে চলাচল করতে পোহাতে হয় ভোগান্তি।

তবে জনগুরুত্বপূর্ণ এই সড়কগুলোতে যদি এখনই কোন ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, যেকোন সময় বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এবং

কিছুদিনের মধ্যেই এই রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বিশেষ করে আগামী বর্ষা মৌসুম তো আছেই। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুষ্মিতা সাহা বলেন, ঝিনাইদহ থেকে হরিণাকুণ্ডু প্রধান সড়ক এখন অনেকটা পরিষ্কার, উপজেলার অন্যান্য রাস্তা পরিস্কার করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে, না হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্বশত্রুতার জেরে হরিণাকুণ্ডুতে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে দূর্বৃত্তরা

পরকিয়ার কারণে পূর্বশত্রুতার জেরে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডুতে মোঃ ইদ্রিস আলী (৩৬) নামে একব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর (কাদিখালী) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। ভিকটিম মোঃ ইদ্রিস আলী একই গ্রামের মস্তোফা কামালের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইদ্রিস আলী নিজ বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়েছিল। ঘুমিয়ে থাকাকালীন রাত দুইটার দিকে কে বা কাহারা ধারালো দা দিয়ে তার মাথায় এবং কপালে উপর্যুপরি কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবারের লোকজন গুরুতর আহত ইদ্রিসকে হরিণাকুন্ডু হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গোপন অনুসন্ধানে জানা যায় ভিকটিম ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে গ্রামের একাধিক মহিলার সাথে পরকীয়ায লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পরকীয়ার

জের ধরে এই ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ সাইফুল ইসলাম জানান, হরিণাকুন্ডু থানার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে গতরাত ২টার দিকে মস্তোফা কামালের ছেলে মোঃ ইদ্রিস আলীকে কে বা কারা কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে গেছে, এঅবস্থায় আমাদের নিকট জানানোর পর আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মামলা নিয়েছি, আসামী গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন যতটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়েছে কোন নারী ঘটিত ব্যাপার এর পিছনে জড়িত থাকতে পারে, আমরা সবকিছুই খতিয়ে দেখছি।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র পদযাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রজবন্দিদের মুক্তি, সরকারের দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদুৎ, গ্যাস ও নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোসহ ১০দফা দাবিতে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৩টায় উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে একযোগে এই কর্মসূচী শুরু হয়। পদযাত্রা কর্মসূচী পালন কালে উপজেলার ৬নং ফলসী ইউনিয়নের কুলবাড়ীয়া বাজারে এবং ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চরপাড়া বাজারে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পরে সমাবেশ সংক্ষিপ্ত করে পদযাত্রা শেষ করতে হয়েছে।

এছাড়া ভায়না ও জোড়াদহ ইউনিয়নে বিএনপির শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় আওয়ামী লীগ হামলা করে করেছে বলে জানান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন। তিনি আরও বলেন জোড়াদহ ও জটারখাল বাজারে বিএনপির পদযাত্রা কালে আওয়ামী লীগের হামলায় উপজেলার তৈলটুপি

গ্রামের মওলা বকশো ও জহুরুল ইসলাম গুরতর আহত হয়। এত বাধার মুখেও অন্যান্য ইউনিয়নে বিএনপির সংক্ষিপ্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তাইজাল হোসেন বিএনপির তৃনমুলের নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেণ।

পদযাত্রা সফল করতে ভায়না ইউনিয়নের দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, জোড়াদহ ইউনিয়নে জেলা বিএনপির সদস্য আফাঙ্গীর বিশ্বাস, ফলসী ইউনিয়নে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, তাহেরহুদা জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল মমিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশ গ্রহন করে।

হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন গুরতর আহত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামের বড়দোপ নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৫টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানাধীন রশুনপুর গ্রামের মনিরুদ্দীন মটরসাইকেল যোগে হরিণাকুণ্ডুর দিকে আসছিল। ঘটনাস্থলে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মটরসাইকেল চাকল আহত হলে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ আমিনুল ইসলাম জানান তার ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থার তার উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে ভর্তি ও সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ফ্রি ও সেশনচার্জের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। নতুন শ্রেণীতে পুনঃ ভর্তির ক্ষেত্রেও একইভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বিদ্যালয়টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে চলতি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির নাম করে অর্থ বাণিজ্য করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিভাবকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (৩জানুয়ারি) সরেজমিনে ছাত্রছাত্রীদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ছাত্রীদের কাছ থেকে ১ হাজার থেকে ১৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী পুনঃভর্তির ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে ৫শ’ হতে ১ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। ওই বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন ভর্তির জন্য এক ছাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে এবং ৭ম শ্রেণিতে কৃতকার্য হয়ে ৮ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পুনঃভর্তির জন্য ১ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

অভিভাবকরা জানান, তাদের বাচ্চাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১ হাজার ৫শ টাকা এবং পুনঃভর্তির নামে ৫শ’ হতে ১ হাজার ৫০০ টাকা নিচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কথা বলতে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি। এ বিষয়ে কোন কথা বলবেন না বলে জানিয়ে সহকারী শিক্ষক আমজাদ হোসাইন বলেন, আসলে এ টাকা সেশন চার্জ হিসাবে নেওয়া হয়। এতো টাকা কেন নেওয়া হয় জানতে চাইলে তিনি বিদ্যালয়ের নানান ব্যয় এবং অনেক শিক্ষার্থী টাকা কম দেয় যেটা

আমরা অন্যদের থেকে বেশি করে নিয়ে ঘাড়তি পূরণ করি।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী জানান, পুনঃভর্তি ও সেশন চার্জের নাম করে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন স্কুল নেয় তাহলে সেটা অনৈতিক এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ারও কোন বিধান নেই। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০০টাকা করে নেওয়ার আদেশ আছে।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদখোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মাসিক সুদ ৫০০০ হাজার টাকায় ৩০০ টাকা ! এই হারেই সুদ আদায় করছেন অবৈধ সুদ কারবারি। সুদের টাকা গ্রহীতা দিতে ব্যর্থ হলেই শুরু হয় নানা অত্যাচার কোথাও কুপ্রস্তাব,কোথাও মামলা-মোকোদ্দামা। এমনই এক চিত্র দেখা গেছে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের মণ্ডলতোলা গ্রামে। গ্রামটির আনাচে কানাচে সুদে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু ওয়াজ মণ্ডলের ছেলে মোঃ শফি উদ্দীন। সুদখোরের উৎপাতে বাড়ির গরু,ছাগল বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছেন জামেলা খাতুন নামের এক দিন মুজুরী গৃহিণী । এখানেই শেষ নয় সুদখোর মোঃ শফি উদ্দীনের অত্যাচার স্বজ্জ করতে না পেরে হঠাৎ আকর্ষিকভাবে মৃত্যু হয় জামেলা খাতুনের স্বামী একমাত্র উপার্জনকারী ব্যাক্তি মোঃ রশিদ।

জানাগেছে সুদখোর শফিউদ্দীন দ্বীর্ঘ্য দিন ধরে এই সুদের ব্যাবসা করে আসছেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সংবাদ প্রকাশিত হলেও থামেনি সুদখোর শফিউদ্দীনের সুদের ব্যবসা। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা জনপ্রতিনিরাও।

গ্রামের আপামর জনসাধারণ বলছে, তোলা, মণ্ডলতোলা, মাঠআন্দুলিয়া সহ বিভিন্ন এলাকাতে তিনি এই সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও ধরা বাঁধার নিয়ম নেই। এইতো সেদিন আমাদের গ্রামের রশিদ নামের এক ছেলে মারা গেলো। শুনছি রশিদের বউয়ের নাকি ৫ হাজার টাকা দাদন দিয়ে সেখান থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়েও শোধ হয়নি। তাকে

আবার ৪ থেকে ৫ লাক্ষ টাকার কেচ করেছে মাদারীপুর জেলায়। যেহেতু এই শফি উদ্দীনের শ্বশুর বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। এই সুদখোর প্রায় মানুষেরই কাছ থেকে স্টাম্পে স্বাক্ষর করে নিয়ে সুদের টাকা পরিশোধ হলে সেই স্টাম্প দিয়ে অনেক টাকা লিখে কেচ দেয় বলেও জানান গ্রামবাসী। এই সুদের কারবারির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হরিণাকুণ্ডু প্রশাসনের নিকট আশু হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

কথিত আছে উপজেলার ইসলাম, পিতা মসলেম সর্দ্দার, নিজাম উদ্দীন পিতা জহির সর্দ্দার, রেজাউল ইসলাম পিতা জহির সর্দ্দার, সুমি খাতুন স্বামী নিজাম সর্দ্দার, তাসলিমা খাতুন স্বামী রেজাউল সর্দ্দার উভয় সাং মণ্ডলতোলা গ্রামে। এদেরকেও একইভাবে ১০(দশ) ১২(বার) লক্ষ টাকার কেচ দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় মৃত্যু রশিদের স্ত্রী জামেলা খাতুন “সাংবাদিকদের” জানান, আমার পারিবারিক প্রয়োজনে ২০১৯ সালে ৫ হাজার টাকা শফি উদ্দীনের কাছ থেকে নিই। যাহা মাসে আমাকে ৩০০/- শত টাকা দিতে হয়। এরপর ২ বছরের জন্য সরকারী চাউলের কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে আমার ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নেন। ঠিক ঐ সময়ে আমার কাছ থেকে রেজিষ্ট্রি স্টাম্পে স্বাক্ষর করতে বলে। আমি জানতে চাইলে সুদখোর শফি বলে কোনও সমস্যা নেই, চাউলের কার্ডের জন্য এটা লাগবে। ছয় মাস পরেই আমি তার দেওয়া ৫ হাজার টাকার, ৯ হাজার টাকার সুদ সহ দিতে গেলে তিনি ৬০ হাজার টাকার চেয়ে দ্বাবী করে বসে।

এঘটনায় আমার স্বামী ও দেবর ভাসুরদের জানালে তারা সুদখোরের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাকে ৪২ হাজার টাকা দিতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন। আমি গরু ছাগল বিক্রয় করে সেই টাকা পরিশোধ করি। পরবর্তীতে স্টাম্প আনতে তার বাডিতে গেলে সে আমাকে কুপ্রস্তাব। আমি ঐ সুদখোর শফির কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে সে আমাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, এবং বলে তোর স্বাক্ষর করা স্টাম্পে ৪ (চার লক্ষ) টাকা বসানো আছে। আমাকে হুমকী দেয় জান মামুদের ছেলে জহির বিশ্বাসের মতো তোকেও মাদারীপুর কোর্টে মামলা করবো। আমি এই সুদখোরের সুষ্ঠ্যু বিচার চাই বলেও জানান সদ্য স্বামী হারা এই গৃহিণী জামেলা খাতুন।

উপজেলার মণ্ডলতোলা গ্রামের শফি উদ্দীনের স্ত্রী লেলিনা খাতুন জানান, সে আগে সুদের ব্যবসা করতো কিন্তু এখন আর এসব করে না। সুদের ব্যাবসা ও কুপ্রস্তাব বিষয়ে সুদখোরে শফি উদ্দীনের কাছে

জানতে চাইলে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করে বলেন এসব মিথ্যা কথা।

এদিকে উপজেলার ৭ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন মণ্ডলতোলা গ্রামের রশিদের মৃত্যুর ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান, লোকটা খুব ভালো মানুষ ছিলো। সুদখোর শফি উদ্দীন নাকি জামেলা খাতুনের সাথে সুদের কারবার করেছিলো। এমনই এক ঘটনায় ইতিপূর্বে নানা ধরনের মামলা মোকোদ্দামা হয় সেটা জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে মামলাটা তুলে নেয়। এখন আবার সেমনই এক ঘটনা জামেলা খাতুনের সাথে শুনা যাচ্ছে। এমনকি এই ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানাতে একটি অভিযোগও হয়েছে।

হরিণাকুণ্ড থানা পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, এব্যাপারে আমাদের কাছে একটি অভিযোগ এসেছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। জামেলা খাতুন ও শফি উদ্দীনের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের মতো সম্পর্ক ছিলো। তবে এদের মধ্যে মামলার সুত্র ধরে রেশারেশীর ঘটনা মনে হয়েছে।

তিনি আরও জানান,২১ অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে চরঠ্যাংগা থানার মাদারীপুর কোর্টে ৪০৬,৪২০ ধারায় একটি প্রতারণার মামলা করে ঐ থানার করম আলীর ছেলে ঈদ্রিস তালুকদার। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে হরিণাকুণ্ডু থানার ইসলাম উদ্দীন, পিতা মফিজ উদ্দীন ৭/১৭ ধারায় একটি মামলা করেন ঈদ্রীস, শফি উদ্দীন ও মাহাবুবের নামে এবং ধারনা করা যাচ্ছে যে,ওদের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার একটি পরিকল্পনা হয়। পরে এদের মধ্যে মতোনৈক্যের ঘটনা ঘটে এবং হুমকী ধামকীর সুত্রপাত ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছি বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

হরিণাকুণ্ডুতে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত ফ্রি

আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা স্বাক্ষর করতে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার হাজী আরশাদ আলী কলেজের কৃষিশিক্ষার প্রভাষক ফারজানা সিমু ও ভুগোল বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক সামছুল আলমের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগি এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায় ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে প্রতি বিষয়ে ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

ধার্যকৃত টাকা না দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকিসহ ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর না করে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একছাত্র জানায়, ভূগোল পরীক্ষার খাতা বাবদ প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ২৪০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। টাকা না দিলে তাদের খাতায় স্বাক্ষর করা হয়না এবং তাদের ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

ভূগোলের সহকারী অধ্যাপক সামসুল আলমের কাছে এ টাকা আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি। আগে থেকেই এমন হয়ে আসছে, আমরাও ছাত্র জীবনে এর থেকে অনেক বেশি দিয়ে এসেছি বলে তিনি দাবী করেন।

কলেজের একাধিক ছাত্র জানায়, কৃষিশিক্ষা বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ সংশ্লিষ্ট প্রিভাষক ফারজানা সিমু ২০০ টাকা করে নিয়েছেন।

কলেজের ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে ২০০ টাকা করে ৫০হাজার টাকা উঠেছে। যেটাকে অনেকে সিজেনাল ইনকাম বলেও মনে করছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক ফারজানা সিমুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিতে টাকা তুলেছেন বলে জানান। এছাড়াও এক্সটার্নাল, ইন্টার্নাল ও পরীক্ষার কেন্দ্রে এই টাকা খরচ করেন বলেও জানান তিনি। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে ফোন দেওয়ার পর পরই তিনি বিভিন্ন লোক মাধ্যমে নিউজ না করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন।

উল্লেখ যে, ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফি বাবদ বোর্ড নির্ধারিত

খরচ পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার সময় নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানান উপজেলার সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী।

হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম মোত্তালেব হোসেন বলেন, ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর করে টাকা নিচ্ছে এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। তবে তিনি বলেন, আমি জন প্রতি ৪০ টাকা করে নিতে বলেছি যেটা কেন্দ্র পরিচালনায় বাড়তি খরচ হয়।এর বাইরে যে টাকা নিচ্ছে সেটা আমার অজানা। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয় তবে আমি এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহা করবেন এমনটাই পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের দাবি।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“ভিক্ষা নয় অধিকার চাই, কৃষক পরিবারের দাবির পূর্ণতা চাই” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২১নভেম্বর) উপজেলার তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দুপুর থেকে এই সমাবেশ শুরু হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, সরকারী লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউর রহমান, সহকারী কমিশনার ভূমি তানভীর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ হাফিজ হাসান, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির উদ্দীন, হরিণাকুণ্ডু কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মানজুরুল ইসলাম, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক অমিরুল ইসলাম, মহিলা উদ্যোক্তা নাসরিন নাহার, কৃষক গোলাম মোস্তফা, মতিয়ার রহমান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া কৃষকদের দাবি ও অধিকারের কথা তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন

করেন কৃষক সমাবেশের মূল উদ্যোক্তা কৃষক মোঃ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন খুরশিদ সোয়াইব বাবুল।

এ সমাবেশে উপজেলার ১৩২ গ্রামের শত শত কৃষক উপস্থিত ছিলেন। সভায় কৃষক পরিবারের পক্ষ থেকে ১০জন অস্বচ্ছল প্রতিবন্দ্বীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

সমাবেশের উদ্যোক্তা কৃষক কামরুজ্জামান বলেন কৃষকরা দেশের মূল চালিকা শক্তি হলেও কৃষকদের সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয়না, কৃষকদের নানা ভাবে ঠকানো হচ্ছে। মধ্যস্বত্তভোগিরা বিশেষ করে ফড়িয়া, বাজার মালিক, মহাজন, এমনকি দেশের বাজার ব্যবস্থাপনার কারনেও কৃষকদের ঠকানো হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান, তার উপরে বিভিন্ন ধরণের তাল বাহনা করে কৃষকদের নিকট থেকে পন্য নিয়ে নেওয়া হয়, যেমন প্রতি মনে (৪০ কেজি) ২কেজি ঢলতা নেয়, বাজারের খাজনা প্রতি মনে ১কেজি, ঝাড়ুদার প্রতি মনে ১কেজি এভাবে বাজারে পন্য নিলে মনপ্রতি ৪ থেকে ৫কেজি চলে যায়। এছাড়া অন্য কৃষকরা বলেন, কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ কয়েক গুন বেড়ে গেছে যেমন জ্বালানী তেল, সার, কীট নাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি শ্রমিকের, পরিবহন খরচ সব বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সেভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি, তারা কৃষি পণ্যের নির্ধারিত মূল্য নির্ধারণের দাবি এবং কৃষকদের অবসর ভাতা চালুর দাবি জানান।

সমাবেশে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিরা কৃষকদের দাবির সাথে একমত পোষন করে বলেন, সকল ক্ষেত্রে কৃষকরা অগ্রাধিকার পাবেন, স্বল্পসুদে কৃষিঋন প্রদান করা হচ্ছে, তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন, যেমন কৃষি ভর্তুকি দ্বিগুন করেছে। কৃষকদের সকল ধরণের বীজ, সারসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকরা আর পিছিয়ে থাকবেনা বলেও বক্তার জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বজ্রপাতে বাবুল মন্ডল (৩৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার নারায়নকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের ইছাহক মন্ডলের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, ঘটনার সময় তিনি মাঠে নিজ ধানক্ষেতের পরিচর্যা করছিলেন। সে সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি বজ্রপাতে আহত হন। এ সময় তার পুরো শরীর আগুনে পুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাঠের ধানক্ষেতেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে কর্মশালা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন দিনব্যাপী এই কর্মশালার আয়োজন করে।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এসিল্যান্ড তানভীর হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র ফারুক হোসেন, ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জামিনুর রশিদ, ওসি সাইফুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা, জাহিদুল ইসরাম বাবু মিয়া, বসির উদ্দিন প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, পৌরসভার প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমান, সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।